‘বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম’

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা,
- মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ,
- সর্বস্তরের সামরিক/ অসামরিক কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ,
- অভ্যাগত অতিথিবৃন্দ এবং
- প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সদস্যবৃন্দ,

আস্‌সালামু আলাইকুম ও শুভ অপরাহ্ন।

- **আজ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য আরো একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ দিন।** আনন্দঘন এই দিনে ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনীর রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে নৌবাহিনীর সর্ববৃহৎ ঘাঁটি ‘বানৌজা শের-ই-বাংলা’ এবং খুলনা শিপইয়ার্ডে নির্মিত ০৮টি জাহাজের কমিশনিং অনুষ্ঠানে আমাদের মাঝে পেয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত। **মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,** আপনার শত কর্মব্যস্ততার মাঝেও আজকের এ অনুষ্ঠানে সানুগ্রহ উপস্থিতির জন্য আমি নৌবাহিনীর সকল সদস্যের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

উপস্থিত সুধীমণ্ডলী,

- **আজ এই শুভক্ষণে,** আমি প্রথমেই গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি **সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে,** যাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি মহান স্বাধীনতা ও একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র। এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমি আরও স্মরণ করছি, মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী সকল অকুতোভয় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের, যারা দেশমাতৃকার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে আমাদেরকে একটি স্বাধীন জাতির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছেন। সমগ্র বাঙালি জাতি তাঁদের এই অসামান্য অবদান চিরদিন গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।

উপস্থিত সুধী,

- **স্বাধীনতা পরবর্তী বিস্তৃত সমুদ্র অঞ্চলের সার্বভৌমত্ব ও সমুদ্র সম্পদ সুরক্ষায় জাতির পিতার দূরদর্শী প্রজ্ঞা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বে** স্বল্প সংখ্যক জাহাজ ও সম্পদ নিয়ে যাত্রা শুরু হয় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর। জাতির পিতার সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গিতে সমুদ্র সম্পদের গুরুত্ব অনুধাবন করে ১৯৭৪ সালে 'The Teritorial Waters and Maritime Zones Act 1974' প্রণয়ন করেন। আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে, তাঁরই সুযোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অসামান্য প্রজ্ঞা এবং সর্বোপরি ব্যক্তিগত পৃষ্ঠপোষকতায় আমাদের প্রিয় নৌবাহিনী আজ একটি অত্যাধুনিক ও ত্রিমাত্রিক নৌবাহিনীতে রূপান্তরিত হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

- **বাংলাদেশ নৌবাহিনীর উন্নয়নের ধারাবাহিকতায়** এবং জাতীয় প্রয়োজনে দীর্ঘদিন যাবৎ দক্ষিণাঞ্চলে একটি নৌঘাঁটির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হচ্ছিল। এরই প্রেক্ষাপটে, আপনি এই পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় ২০১৩ সালে পায়রা পোর্টের সাথে ‘বানৌজা শের-ই-বাংলা’ ঘাঁটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পরবর্তীতে ২০১৭ সালে এ ঘাঁটির নির্মাণ প্রকল্প অনুমোদিত হয় যা আপনার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনারই প্রতিফলন। আজ এই শুভক্ষণে, আপনার অনন্য প্রজ্ঞা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের নিদর্শন হিসেবে কমিশনিং হতে যাচ্ছে বহুল প্রত্যাশিত নৌবাহিনীর সেই বৃহত্তম ঘাঁটি। আমি নিশ্চিত যে, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর এ উত্তরোত্তর উন্নতি ও অগ্রগতি সকল নৌসদস্য চিরদিন গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

- **বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে** আপনার অসামান্য অবদান আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষতার যুগে একটি উন্নত দেশ ও জাতি গঠনে আপনার প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতায় ভিশন ২০২১ এর স্বপ্ন বাস্তবায়নের মাধ্যমে আজ আমরা পেয়েছি ডিজিটাল বাংলাদেশ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ার পথে পরবর্তী পদক্ষেপ Smart Bangladesh এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীকে একটি Smart নৌবাহিনী হিসেবে রূপান্তরিত করতে আমরাও বদ্ধ পরিকর।

উপস্থিত সুধীমণ্ডলী,

- **জাতীয় তাৎপর্যপূর্ণ এ অনুষ্ঠানে** মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় ও সানুগ্রহ উপস্থিতি আমাদের অনুষ্ঠানটিকে নিঃসন্দেহে করেছে প্রাণবন্ত ও মহিমান্বিত। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটিকে অলঙ্কৃত করার জন্য আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আবারও জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। একইসাথে আজকের এই অনুষ্ঠানটিকে সার্বিকভাবে সাফল্যমণ্ডিত করায় উপস্থিত সকল সম্মানিত অতিথিবৃন্দকেও জানাচ্ছি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

- **পরিশেষে, আমি পরম করুণাময় মহান আল্লাহর নিকট মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর পরিবারের** সকলের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করছি। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনে আপনার সরকারের আগামী দিনগুলো হয় উঠুক আরও সুন্দর ও সাফল্যময় - এ কামনা করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

বাংলাদেশ নৌবাহিনী চিরজীবী হোক।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

জয় বাংলা।